ফ্যামিলি কার্ড
Family Card



স্বাবলম্বী পরিবার
গড়ার প্রতিশ্রুতি

ফ্যামিলি কার্ড

Family Card



চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Department of Films and Publications

Ministry of Information and Broadcasting

Government of the People's Republic of Bangladesh

ফ্যামিলি কার্ড

© চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

প্রধান সম্পাদক

খালেদা বেগম

পাণ্ডুলিপি ও সম্পাদনা

মো. মামুন অর রশিদ

প্রকাশ : জুন ২০২৬

প্রকাশক : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল : dg@dfp.gov.bd

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

Family Card

© **Department of Films and Publications**

Chief Editor
Khaleda Begum

Manuscript and Editing
Md. Mamun Or Rashid

Published: June 2026

Publisher: **Department of Films and Publications**
112 Circuit House Road
Dhaka 1000, Bangladesh

E-mail: dg@dfp.gov.bd

Printed by

Mitu Printing Press, 10/1 Naya Paltan
Dhaka

ভূমিকা

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ‘ফ্যামিলি কার্ড’ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ‘ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক’—এই দর্শনের ভিত্তিতে কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় পরিবারের নারীপ্রধানকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’-এর মাধ্যমে প্রতি মাসে ২ হাজার ৫০০ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের চার কোটি পরিবারের নারীপ্রধানের কাছে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দেবে। এটি নিঃসন্দেহে সরকারের যুগান্তকারী উদ্যোগ।

এ গ্রন্থে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির আর্থসামাজিক গুরুত্ব, বাস্তবায়ন-অগ্রগতি, উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির গুরুত্ব অনুধাবনে গ্রন্থটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে—এমনটাই প্রত্যাশা।

বিএনপির ইশতেহারে ফ্যামিলি কার্ড



বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচনি অঙ্গীকারের প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল ফ্যামিলি কার্ড। ইশতেহারে বলা হয়েছে, ‘‘প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ চালু করে প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা অথবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। অর্থ সেবার এই পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে।’’

বিএনপির ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়ন অংশে ‘ফ্যামিলি কার্ড’-কে অন্যতম উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ‘পরিবারের নারী প্রধানের নামে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান’ শিরোনামে ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় ৪ কোটি প্রান্তিক পরিবারের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫০ লাখ দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ড চালু করা হবে। এই কার্ড মূলত পরিবারের নারীপ্রধানের নামে ইস্যু করা হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে সরকার পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি পরিবারকে প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকার আর্থিক সহায়তা অথবা খাদ্য সুবিধা যেমন : চাল, ডাল, তেল, লবণ সরবরাহ করবে। অর্থ সেবার এই পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে। এই কার্ড হবে দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি ও নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার নিশ্চয়তা।

সরকারের অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ‘ফ্যামিলি কার্ড’

ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের উদ্যোগ বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারকে নিয়মিত সহায়তার আওতায় আনা। এই কর্মসূচির আওতায় পরিবারের নারীপ্রধানকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’-এর মাধ্যমে মাসিক ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এটি পরিবারে নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই কর্মসূচি রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিতরণে প্রচলিত অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতা দূর করে একটি স্বচ্ছ, বৈজ্ঞানিক ও তথ্যপ্রযুক্তি-নির্ভর কাঠামো নিশ্চিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ‘ফ্যামিলি কার্ড’ প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন



১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ রাজধানীর কড়াইল বস্তিসংলগ্ন টিঅ্যান্ডটি মাঠে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

গত ১০ মার্চ রাজধানীর কড়াইল বস্তিসংলগ্ন টিঅ্যান্ডটি মাঠে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ‘ফ্যামিলি কার্ড’ প্রদান কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশের চার কোটি পরিবারের নারীপ্রধানের কাছে ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

ফ্যামিলি কার্ড প্রদান কর্মসূচি প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, এই কর্মসূচির বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বহু বছর ধরে পরিকল্পনা করেছে। নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যাপারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠনের এক মাসের কম সময়ের মধ্যে আমরা সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা নারীসমাজকে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল করতে চাই। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তার অংশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ শুরু করা হলো।



১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ রাজধানীর কড়াইল বস্তিসংলগ্ন টিঅ্যান্ডটি মাঠে একজন নারীর হাতে ফ্যামিলি কার্ড তুলে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান



১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ রাজধানীর কড়াইল বস্তিসংলগ্ন টিঅ্যান্ডটি মাঠে ফ্যামিলি কার্ডপ্রাপ্ত নারীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কর্মসূচির অগ্রগতি

১০ জুন ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক’—এই দর্শনে প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের পরিবারগুলোকে সুরক্ষা দিতে পরিবারের নারীপ্রধানকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে মাসিক ২৫০০ টাকা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাইলট পর্যায়ে এ পর্যন্ত (১০ জুন ২০২৬) ৬০ হাজার পরিবারকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ প্রদান করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সমগ্র বাংলাদেশে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচির আওতায় প্রায় ৪১ লাখ পরিবারের নারীপ্রধানকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান করা হবে।

ফ্যামিলি কার্ডের ফিচারসমূহ

কেন এই ফ্যামিলি কার্ড?

- সরাসরি অর্থ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।
- ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনা।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন।

ফ্যামিলি কার্ড কীভাবে কাজ করবে?

- ধাপে ধাপে দেশের সকল নারী পরিবার-প্রধানকে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনা হবে।
- প্রক্সি মিনস টেস্ট (PMT) স্কোরিং ব্যবহার করে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে।
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।
- সুবিধাভোগী নির্বাচনে ভুলের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা হবে।

ফ্যামিলি কার্ডের মূল বৈশিষ্ট্য

- ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ভাতা প্রদানে তিন স্তরবিশিষ্ট নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকা ভাতা প্রদান করা হবে।
- নিরাপদ ও সহজ লেনদেন নিশ্চিত করতে এনএফসি (NFC) চিপ ও কিউআর (QR) কোড ব্যবহার করা হবে।
- ভাতার অর্থ সরাসরি উপকারভোগীর মোবাইল বা ব্যাংক হিসাবে পৌঁছে দেওয়া হবে (Government-to-Person বা G2P পদ্ধতিতে)।
- ভাতা প্রদানে কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর সুযোগ থাকবে না।

সেবাগ্রহীতা বাছাই পদ্ধতি

পরিবার নির্বাচনে কোনো প্রকার বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ০-১০০০ স্কোরের মধ্যে কোয়ান্টাইল নির্ধারণ করবে।

- **প্রথম কোয়ান্টাইল (০-৭৭৭)**

  অতি দরিদ্র (আবশ্যিক অন্তর্ভুক্ত)

- **দ্বিতীয় কোয়ান্টাইল (৭৭৮-৭৯৬)**

  দরিদ্র (পাইলট পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত)

- **তৃতীয় কোয়ান্টাইল (৭৯৭-৮১৪)**

  ঝুঁকিপূর্ণ নিম্নবিত্ত (পাইলট পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত)

প্রাথমিক পর্যায়ে এ তিন কোয়ান্টাইল তথা অতি দরিদ্র, দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ নিম্নবিত্ত পরিবার ফ্যামিলি কার্ড ভাতা পাবেন।

ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তির শর্তাবলি

- ফ্যামিলি কার্ডের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি যদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিসিবি কর্তৃক ইস্যুকৃত স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড অথবা খাদ্য মন্ত্রণালয় আওতাভুক্ত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি অথবা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ভালনারেবল উইম্যান বেনিফিট (VWB)-এর সুবিধাভোগী হন, সেক্ষেত্রে ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তির জন্য বিদ্যমান সুবিধা সারেন্ডার করতে হবে।

- খানা-প্রধান নারী ব্যতীত পরিবারের অন্য সদস্যদের অন্যান্য ভাতা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে, তবে নারী খানা-প্রধান ফ্যামিলি কার্ড ব্যতীত অন্য কোনো ভাতা গ্রহণ করতে পারবে না।

ফ্যামিলি কার্ডের সঙ্গে টিসিবি ও অন্যান্য সেবার সমন্বয়

- টিসিবি ফ্যামিলি কার্ডসহ অন্যান্য দপ্তরসমূহের নগদ সহায়তা/ভাতা সুবিধাদি সংশ্লিষ্ট ডাটা পরবর্তী সময়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ডাইনামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (DSR)-তে স্থানান্তরিত হবে।
- ভবিষ্যতে ফ্যামিলি কার্ড দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা, শিক্ষা উপবৃত্তি ও কৃষি ভর্তুকি প্রভৃতি সরকারি সহায়তা ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যাবে।
- সমন্বয়কৃত কর্মসূচিসমূহের বাজেট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বহন করবে কিন্তু ডাটা যাচাই করবে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এছাড়া সামগ্রিকভাবে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির সাচিবিক সহায়তা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পালন করবে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ফ্যামিলি কার্ডের গুরুত্ব

নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচি চালু করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করার সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদপ্তর আধুনিক ডিজিটাল কাঠামোর আওতায় ‘ফ্যামিলি কার্ড’ পাইলটিং বাস্তবায়ন গাইডলাইন, ২০২৬ প্রণয়ন করেছে। এই কর্মসূচির মূল দর্শন হচ্ছে ‘ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক’।

বর্তমানে দেশে প্রচলিত ৯৫টিরও বেশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয়হীনতা, একই ব্যক্তির একাধিক সুবিধা গ্রহণ (Double-dipping) এবং প্রকৃত দরিদ্রদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বাদ পড়ার মতো ত্রুটিগুলো দূর করে একটি বৈষম্যহীন ও মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য।

এই কর্মসূচির রূপকল্প হলো ২০৩০ সালের মধ্যে ফ্যামিলি কার্ডকে ‘সর্বজনীন সোশ্যাল আইডি কার্ড’-এ রূপান্তর করা।

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। এ ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী নির্বাচনে ‘প্রক্সি মিনস টেস্ট’ (PMT) স্কোরিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

পাইলটিং পর্যায়ে ০-১০০০ স্কোরের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোয়ান্টাইলের অন্তর্ভুক্ত অতি দরিদ্র, দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে দারিদ্র্যের ধাপ পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে বসতভিটাসহ পরিবারের আবাদি জমির পরিমাণ ০.৫০ একর বা তার কম এবং পরিবারের মাসিক আয় ও সম্পদের ভিত্তিতে নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ সাপেক্ষে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) ও ফ্যামিলি কার্ড

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্ভব হবে। এ কর্মসূচি সরাসরি দারিদ্র্য হ্রাস (SDG-1) এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে (SDG-2) অবদান রাখবে। আর্থিক ও খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন (SDG-5) আরও জোরদার হবে এবং পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (SDG-3) নিশ্চিতকরণে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান (SDG-8) বৃদ্ধিতেও এ কর্মসূচি সহায়ক হবে। পাশাপাশি প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে সামাজিক বৈষম্য হ্রাস (SDG-10) এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক কল্যাণরাষ্ট্র গড়ে তুলতেও এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি বাস্তবায়নে কয়েক স্তরের কমিটি

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির সুষ্ঠু ও জবাবদিহিমূলক বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটি থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কয়েক স্তরে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটি নিজ নিজ দায়িত্ব ও এখতিয়ার অনুযায়ী কর্মসূচির বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। কমিটিসমূহ হলো :

১. ফ্যামিলি কার্ড প্রদান-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
২. কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি;
৩. কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি;
৪. জেলা সমন্বয় ও আপিল কমিটি;
৫. উপজেলা কমিটি;
৬. শহর/নগর কমিটি (সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য প্রযোজ্য)
৭. উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি;
৮. পৌর কমিটি (পৌরসভার ক্ষেত্রে);
৯. ওয়ার্ড কমিটি।

ফ্যামিলি কার্ড-বিষয়ক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকারভোগীরা সহজেই তাঁদের অভিযোগ, পরামর্শ বা সমস্যার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন।

হেল্পলাইনে অভিযোগ প্রদানের সুযোগ

সমাজসেবা অধিদপ্তরের হেল্পলাইন ১০৯৮ নম্বরে কল করে ফ্যামিলি কার্ড সংক্রান্ত যে-কোনো অনিয়ম বা সমস্যার অভিযোগ প্রদান করা যাবে। এছাড়া হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে কল করেও অভিযোগ জানানো যাবে।

লিখিত অভিযোগের সুযোগ

সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসে ফ্যামিলি কার্ড সংক্রান্ত যে-কোনো অনিয়ম বা সমস্যার লিখিত অভিযোগ প্রদান করা যাবে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ও সময়সীমা

প্রতিটি অভিযোগ প্রাপ্তির পরবর্তী সর্বোচ্চ ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তা স্থানীয়ভাবে গণশুনানি করে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তি করা হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সুবিধাভোগীকে অবহিত করা হবে।

আপিল ব্যবস্থা

উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে ৩০ দিনের মধ্যে জেলা ফ্যামিলি কার্ড আপিল কমিটির (সভাপতি : জেলাপ্রশাসক) নিকট আবেদন করা যাবে, যা ১০ কার্যদিবসের মধ্যে সমাধান করা হবে।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা

তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া স্বচ্ছতা নিশ্চিতে প্রতি মাসে অন্তত একবার উপজেলার ইউনিয়ন এবং সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড পর্যায়ে গণশুনানি বা সামাজিক নিরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিক

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী নির্বাচন করা হবে পিএমটি (প্রক্সি মিনস টেস্ট) পদ্ধতির মাধ্যমে। সম্পদ ও অন্যান্য আর্থসামাজিক সূচকের ভিত্তিতে পরিবারের দারিদ্র্যের মাত্রা নির্ধারণের এটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে প্রকৃত দরিদ্র ও অসচ্ছল পরিবারগুলোকে অধিক নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং সরকারি সহায়তা যথাযথ ব্যক্তির কাছে পৌঁছাবে। এই প্রক্রিয়া ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে, যা সামাজিক নিরাপত্তাকে সরকারি দয়ার পরিবর্তে ‘নাগরিক অধিকারে’ রূপান্তর করবে।

ফ্যামিলি কার্ড শুধু একটি সহায়তা কর্মসূচি নয়; এটি বাংলাদেশের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি।

‘ফ্যামিলি কার্ড’ প্রাপ্ত কয়েকজন নারীর অভিব্যক্তি

জাহানারা বেগমের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প

স্বামীর মৃত্যুর পর দুই মেয়েকে নিয়ে জাহানারা বেগমের সংসার চলত অনেক কষ্টে। ফ্যামিলি কার্ডের টাকা হাতে পেয়ে তিনি কিস্তিতে একটি সেলাই মেশিন কেনেন। প্রতিদিন অল্প অল্প করে কাজ বাড়তে থাকায় এখন তাঁর নিয়মিত একটি আয়ের পথ তৈরি হয়েছে। এখন ছোটখাটো সেলাইয়ের কাজ করে বাড়তি আয়ও হচ্ছে। জাহানারা বেগম বলেন, “এই সহায়তা শুধু সংসার চালাতে নয়, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সাহসও দিয়েছে।”

রহিমা বেগমের স্বপ্নপূরণের ছোট্ট গল্প

রহিমা বেগমের স্বামী দিনমজুর। সংসারের টানাপোড়েনে ছেলের নতুন স্কুল পোশাক কেনা বারবার পিছিয়ে যাচ্ছিল। ফ্যামিলি কার্ডের মাসিক ২,৫০০ টাকা হাতে পেয়ে তিনি প্রথমেই ছেলের জন্য স্কুল ড্রেস, জুতা ও প্রয়োজনীয় খাতা-কলম কিনে দেন। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে কয়েক কেজি চালও কেনেন। রহিমা বেগম বলেন, “ছেলেকে নতুন পোশাকে স্কুলে যেতে দেখে মনে হয়েছে, এই সহায়তা শুধু টাকা নয়, আমাদের পরিবারের জন্য নতুন আশার আলো।”

সালমা খাতুনের ঋণমুক্তির স্বস্তি

দীর্ঘদিন ধরে মুদি দোকানে সালমা খাতুনের প্রায় ১,৫০০ টাকা বাকি ছিল। ফ্যামিলি কার্ডের মাসিক সহায়তা পেয়ে তিনি সেই বাকি পরিশোধ করেন। বাকি টাকা দিয়ে অনেক দিন পর পরিবারের জন্য গরুর মাংস কেনেন এবং বাড়ির আঙিনায় দুটি ফলের গাছের চারা রোপণ করেন। সালমা খাতুন বলেন, “ঋণের বোঝা কমেছে, পরিবারের মুখে হাসি ফিরেছে। আজ মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতের জন্যও একটু করে সঞ্চয় ও পরিকল্পনা করতে পারব।”

রুনা আক্তারের নিরাপদ ছাদের স্বপ্নপূরণ

বর্ষা এলেই রুনা আক্তারের টিনের ঘর দিয়ে পানি পড়ত। বৃষ্টির রাতে বিছানা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভিজে যাওয়ায় পরিবারকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। ফ্যামিলি কার্ডের কয়েক মাসের সহায়তা থেকে কিছু টাকা জমিয়ে তিনি ঘরের ছাউনি মেরামত করান। এখন বৃষ্টির রাতে সন্তানদের নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছেন। রুনা আক্তার বলেন, “আগে বৃষ্টি মানেই ছিল দুশ্চিন্তা। এখন অন্তত মাথার ওপরের ছাদটা নিরাপদ মনে হয়।”

English Version

Introduction

The Family Card has started a new chapter in the social protection system of Bangladesh. The programme has been launched based on the principle— 'Family, Not the Individual, Is the Core Unit of Development'. Under this programme, monthly financial support of Tk 2,500 is being provided to the female head of each household through the Family Card. The government plans to provide Family Cards to the female heads of 40 million families across Bangladesh in phases over the next five years. This is undoubtedly a landmark initiative of the government.

This book presents the socio-economic importance of the Family Card programme, its implementation progress, the beneficiary selection process, and the grievance redress mechanism. It is expected that this book will help readers understand the importance of the Family Card programme in the socio-economic context of Bangladesh.

The Family Card in the BNP Manifesto



The Family Card was the first commitment in the election manifesto of the Bangladesh Nationalist Party (BNP). The manifesto states, ‘‘To provide social protection for marginalized and low-income families, a Family Card programme will be introduced. Under this programme, each eligible family will receive Tk. 2,500 per month or essential commodities of equivalent value. The amount of this financial assistance will be increased gradually over time.’’

In the BNP’s election manifesto, the Family Card is presented as one of the key initiatives for women’s empowerment. Under the heading ‘Providing Family Card in the name of the female head of the family’, the manifesto states that, the Family Card will initially be launched for 5 million poor rural families out of approximately 40 million marginalized families. The Family Card will be issued in the name of the female head of each family. Through this card, the Government will gradually provide every family in the country with monthly financial assistance of BDT 2,500 or essential food items such as rice, lentils, oil, and salt. The amount of financial assistance will be increased over time. The card will help to reduce poverty, eliminate hunger, and ensure women's economic empowerment.

The Family Card: A Key Social Protection Programme of the Government

The Family Card initiative stands as a significant milestone in the history of social protection in Bangladesh. Its primary objective is to provide regular support to poor and vulnerable families. Under this programme, female heads of households are receiving monthly financial support of BDT 2,500 through the Family Card, which is also playing an important role in strengthening women's financial empowerment within the family. The programme aims to eliminate irregularities and coordination gaps in the distribution of public resources by establishing a transparent, scientific, and technology-driven system.

Launch of the Family Card Programme by the Prime Minister



On 10 March 2026, Prime Minister Tarique Rahman officially launched the Family Card programme at the T&T Ground adjacent to the Korail Slum in the capital.

On 10 March, Prime Minister Tarique Rahman officially inaugurated the Family Card distribution programme at the T&T Ground adjacent to the Korail Slum in the capital. In his address as the Chief Guest, the Prime Minister said, "Over the next five years, we will gradually deliver the Family Card to the female heads of 40 million families across Bangladesh."

Speaking about the Family Card programme, Prime Minister Tarique Rahman said that the Bangladesh Nationalist Party (BNP) had been planning the initiative for many years. Prior to the election, the Bangladesh Nationalist Party (BNP) had pledged to introduce the Family Card Programme. Within less than one month of forming the government through the people's mandate, the government had begun fulfilling that commitment.

The Prime Minister said, "We want to make women economically secure. With this goal in mind, initiatives have been undertaken to empower women economically. Accordingly, the distribution of Family Cards has now been formally launched.



Prime Minister Tarique Rahman handed over a Family Card to a woman at the T&T Ground adjacent to the Korail Slum in the capital on 10 March 2026.



On 10 March 2026, Prime Minister Tarique Rahman joined a photo session with women who received Family Cards at the T&T Ground beside the Korail Slum in the capital.

Progress of the Family Card Distribution Programme

On 10 June 2026, Prime Minister Tarique Rahman told the National Parliament that the Family Card programme had been launched based on the principle that ‘Family, Not the Individual, Is the Core Unit of Development’. Under the programme, the Government has started providing BDT 2,500 per month through the Family Card to female heads of marginalized and low-income households. During the pilot phase, 60,000 families have been provided with Family Cards as of 10 June 2026.

The Prime Minister stated that, in the 2026–27 fiscal year, approximately 4.1 million female heads of households across Bangladesh will be provided with Family Cards under the Family Card Programme.

Features of the Family Card

Why the Family Card?

- Poverty reduction through direct cash transfers.
- Reducing growing economic inequality.
- Empowering women through economic and social inclusion.

How Will the Family Card Work?

- All female heads of households across the country will be gradually brought under the Family Card Programme.
- Beneficiaries will be selected using the Proxy Means Test (PMT) scoring system.
- Data will be collected through door-to-door household visits.
- Errors in beneficiary selection will be minimized.

Key Features of the Family Card

- A three-tier security system will be ensured for the disbursement of benefits through the Family Card.
- A monthly allowance of BDT 2,500 will be provided.
- NFC (Near Field Communication) chips and QR codes will be used to ensure secure and convenient transactions.
- The allowance will be transferred directly to the beneficiary’s mobile or bank account through the Government-to-Person (G2P) payment system.
- There will be no intermediaries in the disbursement of the allowance.

Beneficiary Selection Process

Eligible families are selected automatically by the system based on a Proxy Means Test (PMT) score ranging from 0 to 1,000, without any external intervention.

- First Quintile (0–777)
  Extremely Poor (Mandatory inclusion).

- Second Quintile (778–796)
  Poor (Included in the pilot phase)

- Third Quintile (797–814)
  Vulnerable Low-Income (Included in the pilot phase)

During the initial phase of the programme, families in these three quintiles—the extremely poor, the poor, and vulnerable low-income households—will receive Family Card benefits.

Eligibility Conditions for Receiving a Family Card

- If a selected beneficiary is already receiving benefits under the Smart Family Card issued by the Trading Corporation of Bangladesh (TCB), the Food-Friendly Programme under the Ministry of Food, or the Vulnerable Women Benefit (VWB) programme under the Ministry of Women and Children Affairs, they must surrender that existing benefit before receiving a Family Card.

Other members of the household, apart from the female head of household, will continue to be eligible to receive other allowances. However, the female head of household will not be eligible to receive any other allowance in addition to the Family Card benefit.

Integration of the Family Card with TCB and Other Government Services

- Data on beneficiaries receiving cash assistance or allowances under the TCB Family Card and other government programmes will be transferred to the Dynamic Social Registry (DSR) of the Department of Social Services.

- In the future, Family Card holders will be able to access government support—such as food assistance, education stipends, and agricultural subsidies—through OTP (One-Time Password) verification using the Family Card.

- The budget for the integrated programmes will be borne by the respective ministries, while data verification will be carried out by the Department of Social Services. In addition, the Ministry of Social Welfare will be responsible for providing overall administrative support and coordination for the Family Card Programme.

Importance of the Family Card for Socio-Economic Development

The government has introduced the Family Card programme to promote women's empowerment and improve household food security, health, and education. To fulfill the constitutional commitment to social security under Article 15(d) of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, the Ministry of Social Welfare and the Department of Social Services have developed the Family Card Piloting Implementation Guideline, 2026 under a modern digital framework. The programme is based on the principle that 'Family, Not the Individual, Is the Core Unit of Development.'

The programme aims to build an equitable and humane welfare state by addressing the shortcomings of existing more than 95 social protection programmes, including lack of coordination, multiple benefits being received by the same individual (double-dipping), and the exclusion of a significant proportion of people who are genuinely poor.

The vision of the programme is to transform the Family Card into a Universal Social ID Card by 2030.
To ensure transparency in the Family Card Programme, beneficiaries will be selected through a scientific and data-driven methodology. The Proxy Means Test (PMT) scoring system will be used for beneficiary selection.
During the pilot phase, households classified in the first, second, and third quintiles of the 0–1,000 score—covering the extremely poor, poor, and vulnerable low-income groups—will be automatically included in the beneficiary list.
The poverty thresholds may be reviewed and updated periodically based on assessments of the country's socio-economic conditions.
For rural households, eligibility will be determined based on established criteria, including ownership of 0.50 acres or less of cultivable land (including the homestead), together with the household's monthly income and assets.

The Family Card and the Sustainable Development Goals (SDGs)

The implementation of the Family Card programme will enable significant progress toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The programme will directly support poverty reduction (SDG 1) and food security (SDG 2). By providing financial and food assistance, it will strengthen women's economic empowerment (SDG 5) and enhance their role in household decision-making. At the same time, it will have a positive impact on ensuring good health and well-being (SDG 3). In addition, The programme will also contribute to increasing income and employment (SDG 8) by expanding economic activities. At the same time, by ensuring the inclusion of marginalized and disadvantaged communities, the programme will play an important role in reducing social inequalities (SDG 10) and building an inclusive and humane welfare state.

Multi-Level Committees for the Implementation of the Family Card Programme

To ensure the effective, transparent, and accountable implementation of the Family Card programme, committees have been formed at different levels, from the Cabinet to the grassroots. Each committee will perform its assigned responsibilities and play an important role in implementing the programme.
The committees are:

1. Cabinet Committee on the Family Card Programme;
2. Central Monitoring and Evaluation Committee;
3. Technical and Management Committee;
4. District Coordination and Appeals Committee;
5. Upazila Committee;
6. City Committee (for City Corporation areas);
7. Union Committee at the Upazila Level;
8. Municipal Committee (for municipalities);
9. Ward Committee.

Grievance Redress Mechanism for the Family Card Programme

To ensure transparency and accountability, the Family Card programme has a strong Grievance Redress System (GRS). Through this system, beneficiaries can easily submit complaints, report problems, or provide feedback to the relevant authorities.

Complaints through the Helpline

Beneficiaries may report any irregularity or problem related to the Family Card programme by calling the Department of Social Services helpline number 1098. Complaints may also be submitted through the national helpline by calling 333.

Opportunity to Submit Written Complaints

Beneficiaries may also submit written complaints regarding any irregularity or problem related to the Family Card programme at the Union Parishad or the Upazila/City Social Services Office.

Complaint Resolution and Timeframe

Every complaint will be reviewed and resolved within 15 working days of its receipt. Complaints will be addressed through a local public hearing or, where necessary, through a formal investigation. The beneficiary will be notified of the decision regarding the complaint.

Appeals Process

If a beneficiary is not satisfied with the decision of the Upazila Committee, an appeal may be submitted to the District Family Card Appeals Committee (chaired by the Deputy Commissioner) within 30 days. The appeal will be resolved within 10 working days.

Disciplinary Action and Audit

If an investigation confirms any irregularity or misconduct, appropriate legal action will be taken against the responsible person(s). To ensure transparency and accountability, public hearings or social audits will be conducted at least once every month at the Union level in Upazilas and at the Ward level in City Corporations.

Other Important Features of the Family Card Programme

Beneficiaries under the Family Card programme will be selected using the PMT (Proxy Means Test). PMT is an internationally recognized and scientifically proven method for assessing household poverty based on assets and other socio-economic indicators. By using this approach, the programme will identify poor and vulnerable families more accurately and ensure that government support reaches those who need it most. This process will ensure transparency and accountability in the Family Card programme, transforming social protection from government charity into a ‘citizen’s right.’

The Family Card is not merely an assistance programme; it is a cornerstone of economic security and inclusive development for marginalized and disadvantaged communities of Bangladesh.

Experiences shared by several ‘Family Card’ recipients

Jahanara Begum’s Journey to Self-Reliance

After the death of her husband, Jahanara Begum struggled to support her two daughters. With the financial assistance she received through the Family Card, she bought a sewing machine on instalments. As her work gradually increased, she was able to earn a regular income. She is now earning extra income through small sewing jobs. Jahanara Begum said, “This support has not only helped me run my family but has also given me the confidence to stand on my own feet.”

Rahima Begum’s Small Story of Fulfilling a Dream

Rahima Begum’s husband works as a day labourer. Because of financial hardship, she had been unable to buy a new school uniform for her son. After receiving the monthly Tk. 2,500 through the Family Card, she first bought her son a school uniform, shoes, and essential stationery. She bought a few kilograms of rice with the remaining money. Rahima Begum said, “Seeing my son go to school in his new uniform made me feel that this support is more than just money—it has brought new hope to our family.”

Salma Khatun’s Relief from Debt

For a long time, Salma Khatun owed about Tk. 1,500 to a local grocery shop. After receiving the monthly Family Card assistance, she repaid the debt. She used the remaining money to buy beef for her family after a long time and planted two fruit saplings in her yard. Salma Khatun said, “My debt has been reduced, and happiness has returned to my family. Now I feel I can also save a little and plan for the future.”

Runa Akter’s Dream of a Safe Roof

Every rainy season, water leaked through the tin roof of Runa Akter’s house. During rainy nights, her family’s bed and belongings often got wet, causing great hardship. By saving part of the monthly assistance she received through the Family Card over several months, she was able to repair the roof. Runa Akter said, “In the past, rain always meant worry. Now, at least, I feel that the roof over our heads is safe.”

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Department of Films and Publications
Ministry of Information and Broadcasting
Government of the People's Republic of Bangladesh